প্রসঙ্গঃ চ্যালেঞ্জ – ১

আমার চ্যালেঞ্জ-১ এর যারা উত্তর দিয়েছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেকেই পার্সোনাল ই-মেইল করেছেন। তবে মজার বিষয় হচ্ছে এ চ্যালেঞ্জটা রেফিউট করতে যারা সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন তারা হলেন জনাব কামরান মির্জা, আবুল কাশেম, ও মোহাম্মদ আসগর। অর্থাৎ, ওনারা প্রমাণ করে দিলেন যে প্রচলিত রোযা করার জন্যও হাদিসের কোন দরকার নেই। ওনারা আরো প্রমাণ করেছেন যে প্রচলিত নামাজের জন্যও নাকি হাদিসের কোন দরকার নেই! ওনাদের লিখা পড়ে এরকমই কিন্তু মনে হইলো। আমি তাদের স্পেশাল ধন্যবাদ জানায়।

‘চ্যালেঞ্জ’ - কথাটা সবসময়-ই কিছুটা আকর্শনীয় শুনায়। আমার চ্যালেঞ্জ-১ এর মেইন উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের রোযার ‘রিচুয়াল’ সম্পর্কে সচেতন করা। ‘রিচুয়াল’ মানেই ধনীদের বিশাল ইফতার পার্টি ... আর ইফতার পার্টি মানেই গরীবদের ইনসাল্ট করা! রোযার মেইন উদ্দেশ্য হইলো আত্মসংযমী হওয়া। খাওয়া বা না-খাওয়ার ব্যাপারটাতে মনে হয় খুব একটা জোর দেওয়া হয়নি। একজন মানুষ পেট পুরে খেয়েও আত্মসংযমী হইতে পারে যদি সে ‘আত্মসংযমী’ কথাটা’র অর্থ বোঝে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সবাইকেই অফিস-আদালত, ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে হয়। প্রচলিত রোযা করতে যেয়ে প্রতি বৎসর মুসলিম সমাজ অন্যান্য সমাজ থেকে প্রায় এক মাস করে পিছিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অন্ততঃ হালকা খেয়ে অফিস-আদালত, ক্ষেতে-খামারে কাজ করলে রোযার মাহাত্ম কোনভাবেই নষ্ট হবে বলে আমি মনে করিনা। আল্লাকে এতোটা মিন ভাবছেন কেন যদি তার প্রতি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস থাকে??? শিঘ্রই বেরিয়ে আসুন এই অত্যন্ত শ্যালো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। রোযাকে কোনভাবেই একটি রিচুয়াল সর্বস্ব প্র্যাক্টিস (ইফতার পার্টি - গরীবদের প্রতি ইনসাল্ট!) বানিয়ে ফেলবেন না। নীচের কয়েকটি ভার্স পড়ে দেখুন (সুরা 107: আল-মাউন)।

Do you know who really rejects the faith?
That is the one who mistreats the orphans.
And does not advocate the feeding of the poor.
And refuse (to supply) (even) neighbourly needs.

যারা নাস্তিক বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করেন তাদের জন্য এটি একটি শিক্ষনীয় সুরা হতে পারে। অর্থাৎ, ‘মুসলিম নামধারী’ হলেই যে একজন মুসলিম হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই! এই সুরাটিই তার প্রমাণ। বুঝতেই পারছেন, রিচুয়ালিস্টিক নামাজ/রোযার চেয়ে কিসের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম সমাজের প্রতি আহ্বাণঃ

- আপনারা আশে-পাশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জিউস সোসাইটি থেকে ভালো দিকগুলো গ্রহণ করুন। এতে লজ্জার কিছু নেই।
- পাথর মারা প্রতিযোগীতায় আর অংশগ্রহন না করে হজ্জ্ব-এর টাকা দিয়ে ১০ জন এতিমের মুখে হাসি ফুটান।
- কুরবানীর টাকা দিয়ে অন্ততঃ একজন গরীবের মুখে হাসি ফুটান।
- গ্র্যান্ড ইফতার পার্টি দিয়ে গরীবদের প্রতি ইনসাল্ট না করে বরং টাকাটা গরীবদের হাতেই তুলে দিন।

আমার থেকেই শুরু করলাম, কথা দিচ্ছি।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com